লোকসভার বিরোধী দলনেতা সুষমা স্বরাজ ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলির যৌথ বিবৃতি।

২০১১ র ২৭ শে ডিসেম্বর পেশ হওয়া লোকপাল বিল, পাশ হল লোকসভায়। লোকপাল লাগুর জন্য এই বিল, যার নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের। এই বিলের মাধ্যমে সিবিআই এর উপর নিয়ন্ত্রণও কায়েম করতে পারবে সরকার। এই বিলে সম্মতি নেই বিজেপির। ২০১১ র ২৯শে ডিসেম্বর রাজ্যসভায় এই বিলের উপর বিতর্ক হয়।এই বিলে বেশ কয়েকট সংশোধনের প্রস্তব দিয়েছিল বিরোধীরা। সংশোধনের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত থাকলেও সেদিন মুলতুবি হয়ে গিয়েছিল রাজ্যসভার অধিবেশন। এরপরে রাজ্যসভার সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় এই বিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেস সদস্য শ্রী সত্যব্রত চতুর্বেদী। পরপর অনেকগুলি বৈঠকের পর ২০১২ র ২৩ শে ডিসেম্বর রাজ্যসভায় সিলেক্ট কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। সেই থেকে রাজ্যসভায় পড়ে রয়েছে এই রিপোর্ট। রাজ্যসভার কার্যবিবরণীর যে ধারা তার ৯১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সিলেক্ট কমিটির এই রিপোর্ট হাউজে পেশ হয়। এখন একমাত্র হাউজই এই রিপোর্ট গ্রহণ বা সংশোধন করতে পারে। স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে বিপরীত গুণ দেখিয়ে প্রভেদ নির্নয় করে এই রিপোর্টে সংশোধনের প্রস্তাব দেয় সরকার।

যদিও কয়েকটা বিষয় জড়িত , তবুও বিজেপির মত সিলেক্ট কমিটির সঙ্গে কিছুটা আলাদা। বিজেপির অভিমত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সুপারিশ করেছে সিলেক্ট কমিটি। যেখানে সিলেক্ট কমিটির সর্বসম্মত সুপারিশ রয়েছে সেখানে একমাত্র রাজ্যসভাই সর্বসম্মত সুপারিশ গ্রহন করতে পারে। সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়ার আগে যেহেতু পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই একাধিকবার এই বিল নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, তাই বিজেপির মত সিলেক্ট কমিটির সুপারিশগুলি রাজ্যসভায় গৃহিত হওয়ার পরেই লোকসভায় পেশ করা উচিৎ। বাস্তব অবস্থা এবং সংসদের উভয় কক্ষ ও ভারতীয় জনজীবনের দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে সিলেক্ট কমিটির সর্বসম্মত সুপারিশ গ্রহণ করা খুবই জরুরী।

সমাজবাদী পার্টি ও বিএসপি ক্রমাগত হাউজের কাজে বাধা দিচ্ছে। গত সাড়ে চার বছর ধরে এি দুটি দল সরকারের সংখ্য়াগরিষ্ঠতা বজায় রেখেছে। এই দুটি দল যদি সংসদের কাজে বাধাও দেয়(যদিও আমরা মনে করি সরকারের ইন্ধনেই এসমস্ত কিছু হচ্ছে) আমাদের প্রস্তাব ইউপিএ ও এনডিএর যৌথভাবে কোনও আলোচনা ছাড়াই এই বিল পাশ করানো উচিত ও সিলেক্ট কমিটির সুপারিশগুলি গ্রহণ করা উচিৎ। কারণ বহুদিন ধরে পড়ে রয়েছে লোকপাল বিল। আমাদের প্রস্তাবে সরকারের সাড়া দেওয়া উচিৎ। সরকার যদি সিলেক্ট কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সংশোধন আনতে চায় বা সহযোগী দলগুলিকে সভার কাজে বাধাদানে মদত যোগায় তবে বুঝতে হবে যে লোকপাল বিল পাসে আগ্রহ নেই সরকারের। আমরা এটা বারবার বলব যে কোনও আলোচনা ছাড়াই বিল পাসে আমরা আগ্রহী।

আর কে সিনহা(সেক্রেটারি,বিজেপি সংসদীয় কমিটি)